R. N. No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিণ্ডিকেট
রকজ্বলাক ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৬শ বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯শে চৈত্র বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
২রা এপ্রিল, ১৯৮০ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯্, সডাক ১০

গঙ্গাভাঙনের এক কোটি টাকা ফেরত গেল

বিশিষ প্রতিনিধি : এই মার্চ মাসে রঘুনাথগঞ্জ গঙ্গাভাঙন ডিভিসন থেকে এক কোটি টাকা ফেরত গেল। গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধের জন্য ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে ওই টাকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, ওয়াকিবহাল মহলের মতে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে টাকাটা কাজে লাগানো গেল না। তাই মার্চ মাসে আর্থিক বছর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টাকাটা ফেরত পাঠাতে হল। যে টাকা বের করতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয় এবং অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয় এক বছরের মধ্যে তার সদ্ব্যবহার না করে হেলায় ফেরত পাঠানোয় অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সময়মত টেণ্ডার ডেকে ভাঙন প্রতিরোধের কাজে তৎপর হলে এই বিপুল পরিমাণ টাকায় অনেক কাজ হত। অথচ গঙ্গা-ভাঙনের মত চরম দুর্ভোগের হাত থেকে ছিন্নমূল হাজার হাজার পরিবারকে রক্ষা করার দায়িত্ব যাঁদের উপর ন্যস্ত, এর পর তাঁরা কোন্ মুখে জবাবদিহি করবেন। কাজ না করে টাকা ফেরত পাঠানো চূড়ান্ত অবহেলার পরিচয় বহন করে না কি? এ প্রশ্ন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির। তাঁরা জানতে চান বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ পারবেন কি তাঁদের প্রশ্নের জবাব দিতে?

এদিকে ভাগীরথীর ভাঙনের হাত থেকে জঙ্গিপুর শহর রক্ষায় জরুরি ভিত্তিতে যে পাঁচ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে, তার কাজ এখনও শুরু হয়নি। সেচমন্ত্রী প্রভাস রায় জানিয়েছিলেন, ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে অর্থাৎ মার্চ মাসের মধ্যেই ভাগীরথীর পার বাঁধানোর কাজ শেষ করা হবে। কিন্তু তা হয়নি।

সাহায্যের নামে ধর্ষণ : অভিযোগ

ধুলিয়ান, ২ এপ্রিল—সামসেরগঞ্জ থানার প্রতাপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবপুর চরে সাহায্যের নামে নারীধর্ষণ চলছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। দারিদ্র্য এবং দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সমাজবিরোধীরা উদ্বাস্তু মা-বোনদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। ১৯৭৭ সাল থেকে প্রায় ৪০০ উদ্বাস্তু পরিবার ওই চরে বাস করছেন। সেই থেকে এখন পর্যন্ত বহু আবেদন-নিবেদন করেও পানীয় জলের মত ন্যূনতম চাহিদাও পূরণ করা হয়নি। বিডিও থেকে মন্ত্রী—সবাই এদের অবহেলা করেছেন। উদ্বাস্তু পুরুষরা ক্ষেতমজুরের কাজ করেন, কাজেই বছরের অধিকাংশ সময়ই তাঁরা থাকেন প্রচ্ছন্ন বেকার। সরকারী খয়রাতি সাহায্য মাঝে মাঝে বিলি করা হয়। তবে স্বাস্থ্য বিভাগ চর এলাকায় এখনও পৌঁছায়নি। ১৯৭৮ সালে অনাহার-অর্ধাহারজনিত অপুষ্টি রোগে কয়েকজনের মৃত্যু ঘটে। জঙ্গিপুর সংবাদে সে খবর তখন প্রকাশিত হয়। ওখানকার

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক প্রহৃত

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮ মার্চ—কর্তব্যরত অবস্থায় রাণীনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক গতকাল একজন দুষ্কৃতকারীর হাতে প্রহৃত হয়েছেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, দুষ্কৃতকারী গরুগাড়ি করে একজন রোগীকে এনে হাসপাতালে ভর্তির জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে। চিকিৎসক রোগীটিকে পরীক্ষা না করে ভর্তি করতে অস্বীকার করলে দু'জনের মধ্যে বচসা শুরু হয়। ওই সময় ওই দুষ্কৃতকারী গরু হাঁকাবার লাঠি দিয়ে চিকিৎসককে বেদম প্রহার করে। তিনি দোরগোড়ায় পড়ে গেলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মীরা ছুটে এসে দুষ্কৃতকারীকে ধরার চেষ্টা করলে সে নাকি পালিয়ে যায়। বেগতিক বুঝে রোগীও নাকি গরুগাড়ি থেকে নেমে দৌড় দেয়। স্বাস্থ্যকর্মীরা গরুগাড়িটি আটক করলে একদল লোক লাঠিসোটা নিয়ে এসে গাড়িটি ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ছাত্রসংসদ নির্বাচন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজ ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ৫৭টি আসনের মধ্যে এস এফ আই পেয়েছে ৩০টি, ছাত্র পরিষদ (ই) ২৪টি এবং ডি এস ও ১টি। সাধারণ সম্পাদক ও সহকারী সাধারণ সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হয়েছেন এস এফ আই প্রার্থীরা। ২৮ মার্চ এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

জিয়াগঞ্জ রাণী ধন্যাকুমারী কমার্স কলেজ ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ৩৩টি আসনের মধ্যে ছাত্র পরিষদ (ই) ২৭টি এবং এস এফ আই পেয়েছে ৬টি আসন। বিপুলভাবে জয়লাভের ফলে ছাত্রসংসদ গিয়েছে ছাত্র পরিষদ (ই) এর দখলে।

খড়খড়ি : দুর্ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ এপ্রিল—গতকাল সকালে রঘুনাথগঞ্জ শহরের প্রবেশ পথ খড়খড়ি নদীর সঙ্কীর্ণ সেতুর মুখে একটি দুর্ঘটনায় তিনজন আহত হয়েছেন। দুটি সাইকেল এবং দুটি রিকশা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে জানা গেছে, কান্দী—ফরাক্কা রুটের একটি বাস রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা থেকে ছেড়ে যাওয়ার সময় খড়খড়ি সেতুর মুখে হঠাৎ ব্রেক ফেল করে সাইকেল ও রিকশার ওপর গিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে। তিনজন আহত হন। তাঁদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাসটিকে আটক করা হয়েছে।

টিউবেকটমি : মৃত্যু

অরঙ্গাবাদ, ২৭ মার্চ—গতকাল সকালে আহিরণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে টিউবেকটমি অপারেশনের সময় আলুয়ানি গ্রামের ঝাবু সরকার নামে এক মহিলার মৃত্যু ঘটেছে। অপারেশন করেছিলেন ডাঃ ভি মুখারজি। অপারেশন টেবিলে রোগিনীর মৃত্যু নিয়ে ওই এলাকায় বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ডাক্তারের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, এই ধরনের অপারেশনের সময় তিনি নাকি রোগিণীকে অজ্ঞানের পরিবর্তে অবশ করে অপারেশন করেন। রোগিণীদের আপত্তি তিনি নাকি গ্রাহ্য করেন না। ঝাবুদেবীর ক্ষেত্রেও একই নিয়মে অপারেশন করা হচ্ছিল। তিনি যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যান বলে অভিযোগ।

প্রেক্ষাগৃহের মালিক ধৃত

সাগরদীঘি, ২ এপ্রিল—বৃহস্পতিবার রাত্রে স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহের মালিক সত্যেন দাস ওরফে কোঁদল দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ওই দিন রাত দশটা নাগাদ তিনি নাকি প্রেক্ষাগৃহের মধ্যেই একজন বিধবা মহিলার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টিতে মত্ত ছিলেন। খবর পেয়ে পুলিশ প্রেক্ষাগৃহে হানা দিয়ে তাঁকে হাতে-নাতে ধরে ফেলে। পরে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

মানবশিশু ত্রিশ টাকা?

সাগরদীঘি, ২ এপ্রিল—গতকাল এখানে একটি মানবশিশু নাকি ত্রিশ টাকায় বিক্রী হয়েছে। কিনেছেন একজন নিঃসন্তান পিতা। অভাবের তাড়নায় শিশুটিকে নাকি বিক্রী করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে চৈত্র বুধবার, ১৩৮৬।

দশের শত্রু

গত সপ্তাহে আমাদের পত্রিকায় পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে দেড় লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ সম্পর্কে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা শুধু মর্মান্তিকই নহে, রাজ্য সরকারের একটি সৎ প্রচেষ্টার উপর নিদারুণ আঘাতও বলা চলে। প্রতিবেদনে প্রকাশ, সাগরদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হরহরি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির প্রায় এক লক্ষ সাতান্ন হাজার টাকা প্রতারণা করিয়াছেন এই মর্মে তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন সাগরদীঘি ব্লকের সমবায় পরিদর্শক শ্রীরমাপদ ভট্টাচার্য। প্রতিবেদনে আরও বলা হইয়াছে যে, সমিতির ম্যানেজার এবং বর্তমান গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নাকি দুইটি দফায় সমিতির ২৫৩ জন অংশীদারের অজানিত অবস্থায় ঋণবাবদ উপরিলিখিত টাকা তুলিয়াছিলেন। সমিতির আটজন অংশীদারের অভিযোগ যে, ঐ টাকা কোন লেজারেই দেখান হয় নাই। পরে ঐ টাকা তিনটি লেজারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ পর্যন্ত উক্ত টাকার মধ্যে ৫৭ হাজার টাকা পঞ্চায়েত প্রধান নাকি পরিশোধ করিয়াছেন এবং বাকি টাকা অর্থাৎ এক লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবেন বলিয়া নাকি অঙ্গীকার-পত্র, সহজ কথায় মুচলেকা লিখিয়া দিয়াছেন।

প্রতারণা ও তজ্জনিত অভিযোগ গত বৎসরই হইয়াছিল এবং সে সংবাদ আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদিনে এই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হইয়া মূল রহস্যসূত্র আবিষ্কৃত হয়।

এত কথার অর্থ যাহা দাঁড়াইতেছে তাহা এই যে, রাজ্য সরকার জনকল্যাণমূলক যে সকল কর্মসূচীর রূপায়ণে তৎপর হইতেছেন, তাহার বাস্তবায়নে এক শ্রেণীর লোভী মানুষ কিভাবে সেই সৎ প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিবার পোক্ত ব্যবস্থাগ্রহণে ব্যস্ত। গ্রাম পঞ্চায়েত মূলতঃ গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের কল্যাণমূলক কর্ম করিবার জন্যই। সেই পঞ্চায়েতে আশা করিব সৎ ও জনদরদী কর্মী রহিবেন। কিন্তু তাঁহারা রাঘববোয়াল বনিয়া গেলে কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী লোকই স্বার্থপুষ্ট হইবেন; উন্নয়নমূলক কাজকর্ম যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিবে। আর পঞ্চায়েত সম্পর্কে সর্বত্র এক বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হইবে। সুতরাং আমরা সকলেই আশা করিব যে, এইসব দুষ্টচক্রকে পঞ্চায়েত হইতে নির্মমভাবে উচ্ছেদ করিতে হইবে। এবং জনকল্যাণকর কাজকর্মের যাহারা এইরকম শত্রু, তাহাদের কঠোর শাস্তি বিধান করিতে হইবে। ইহারা দেশের ও দশের শত্রু।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

জঙ্গিপুর কলেজ প্রসঙ্গে

ছেলেরা ক্লাস পালায়, শিক্ষকরা পলাতকদের তিরস্কার করেন। এটাই শুনেছি, দেখছি। ১৯ মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত জঙ্গিপুর কলেজ সংক্রান্ত সংবাদটি এর উল্টো খবরটি প্রকাশ করল। 'স্যারেরা' পালাচ্ছেন, ছেলেরা অভিযোগ এনেছেন। এ সংবাদ প্রসঙ্গে আমি সবিনয়ে নিবেদন করছি, সস্তা ভাড়ার ষ্টাফ কোয়ার্টারস্ না তৈরী হওয়ার সঙ্গে স্যারেদের ক্লাস না নেওয়ার সত্যিই কি যোগসূত্র আছে? কোন কোন কলেজ-শিক্ষকের স্ত্রী অন্যত্র চাকুরিরতা, কেউ বা ছেলেকে ভালো ইংরাজী স্কুলে পড়ানোর জন্য বড় শহরে রেখেছেন স্ত্রী-পুত্রকে। স্বভাবতই তাঁদের ঘন ঘন বাইরে যেতে হয়। ক্লাস হয় না। ভাড়াটে বাড়ি না পাওয়ার জন্য ফ্যামিলি আনতে পারছেন না, এটা বোধ হয় সত্যি নয়। বহিরাগতরা ক্লাস নেন না এটা অর্ধসত্য। সংবাদদাতা খবর নিলে জানবেন, সন অব দ্য সয়েলরাও সব ধোয়া তুলসীপাতা নন। অধ্যক্ষ মশায়ের সস্নেহ প্রশ্রয়ে এটাই রীতি হয়ে পড়েছে। তবে বিবেকী শ্রদ্ধেয় শিক্ষকও আছেন—তাঁদের শ্রমেই এটি• চলছে এবং চলবেই। অনার্স ক্লাস খোলা হলে, বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়ে, এখানকার ছেলেরা খুবই উপকৃত হবে। শিক্ষকদের উৎসাহ আছে জেনে আনন্দিত হচ্ছি। কিন্তু সত্যিই কি তাঁরা ছাত্রস্বার্থে উদ্বিগ্ন? এরাই তো ডি পি আই-এর ১১-১২ ক্লাস খোলার আবেদন গ্রহণ করেননি; আর অর্ডিনান্স করে ১১ ক্লাস খুলবার ব্যবস্থা হলে খুব কম সংখ্যক ছাত্র ভর্তির প্রস্তাব নিয়েছিলেন। ছাত্রদের আন্দোলনও করতে হয়েছিল ভর্তির ব্যাপারে। অনার্স খুলতে শিক্ষা বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেতে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। কিন্তু কলেজ শিক্ষক সমিতি একটি প্রস্তাব পাস করেই ১১ ক্লাসে এ বছর ৩০০ ছেলেমেয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করতে পারেন, অবশ্য বাংলা ও ইংরাজীতে দুটো সেকসন চালু করতে হবে। ভর্তির সমস্যায় এগার ক্লাসের ছেলেমেয়েদের হয়রান হতে হবে না।

—অরুণকুমার দাস, জঙ্গিপুর।

বাজেট-ভাবনা ও অবরুদ্ধ অর্থনীতি

অজিতেশ কৌশাম্বি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শস্যের অভূতপূর্ব মজুত ভাণ্ডার, সঞ্চিত বৈদেশিক-মুদ্রার আশীর্বাদ নিয়ে তিন বছর আগে যে সরকার এসেছিল তাদের 'অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ' শ্লোগানের লিখিত কালি শুকিয়ে যাওয়ার পরে যে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার অবাধ ও স্বাধীন সাম্রাজ্য বিস্তার ঘটেছে এ-সরকার তা কতখানি দমন করতে পারবেন? 'অর্থনৈতিক অপরাধ' নিরোধক বিল ব্যাপারে গোড়া কেটে আগায় জল ঢালার ভাবনা চিন্তা অন্ততঃ আপাততঃ স্থগিত রাখতে হবে। সম্ভবতঃ সে কথা স্মরণে রেখেই কিনা জানি না, অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, সংস্কার অবলম্বে একটি মুদ্রানীতি রচনার কথা চিন্তা করছেন। অনেকেরই মনে আছে ৭৫-৭৬ এর লোহদৃঢ় প্রশাসনিক পরিবেশেও আয়করদাতাদের লুকানো আয়ের হিসেব দেওয়ার ব্যাপারে কিছু অতিরিক্ত সুযোগ ও সময় দেওয়া হ'য়েছিল। দেশে স্বীকৃত অর্থনৈতিক লেনদেনের কালো টাকার অর্থনৈতিক লেনদেনের ফলে যে অবস্থা তা মুদ্র স্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির নাভিশ্বাস সৃষ্টিতেই নয়, বস্তুতঃ একটি পাল্টা অর্থ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে চ্যালেঞ্জও বটে! ব্যাপারটি এতই মজার যে ১৯৭৩-৭৪ সালে যখন এক টাকার ক্রয় ক্ষমতা ১৩ পয়সায় ১৯৮০-র জানুয়ারী মাসে ২৬.৯৫ পয়সায় দাঁড়ায়, তখন তো তা মূল্য-সূচকের অঙ্কের সঙ্গে মেলা উচিত; কিন্তু তা যখন মেলে না তখন বোঝা যায়, আরও কত গোলমাল! অর্থাৎ হিসেব বহির্ভূত আয় বা টাকা-পয়সা বাজারে আসে, তা অন্ধকার বা কালো যাই বলুন না কেন, অথবা প্রতি বছরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিন এ ব্যাপারে যে তথ্যই দিন, কিন্তু ব্যবস্থা বা প্রতিকারটা হ'চ্ছে কই? ডেমোনেটিসেসন নিশ্চয়ই একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ হ'তে পারতো, কিন্তু ওয়াংচু কমিশনের পরে সরকারী তরফে সে ব্যাপারে কোন কথাবার্তা শোনা গেছে কি? তবে আশার কথা এই যে অর্থমন্ত্রী মুদ্রানীতি রচনা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু এতে তো আর ঘাটতি এখনি মিটছে না। তবে ঘাটতি কিভাবে মেটানো হবে? অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ—কই সে ব্যাপারে তো কোন প্রস্তাব নেই।

জনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের আরও বিস্তার ঘটানোর কথা বা গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য জাতীয় ব্যাঙ্ক গঠন বা ২০০০ লোক পিছু একটি করে ন্যায্য দোকান খোলার চিন্তা নিশ্চয়ই সাধু প্রস্তাব কিন্তু আশু সমস্যাটি হ'ল ঘাটতি মেটানোর জন্য যে আবার অতিরিক্ত কমপক্ষে এক থেকে দেড় হাজার কোটি টাকার নতুন নোট ছাপানো হবে না (ফলতঃ মুদ্রাস্ফীতি) তার গ্যারান্টি কোথায়?

যাদের ১৯৭৭ সালে জনতা-সরকারের প্রথম বাজেটের কথা মনে আছে তাদের স্মরণ করতে বলি: সে সময় তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ঘাটতি মেটানোর জন্য ব্যয় সংকোচের প্রস্তাব করেছিলেন যার অর্থ করে বলা হ'য়েছিল প্রশাসনিক ছাঁটাই হবে শতকরা দশভাগ। কিন্তু গণ-অসন্তোষের কথা ভেবে তা আর কার্যকরী করা হয়নি। আর এখন তা করা সম্ভবই নয়।

বস্তুতঃ যা দরকার তা হল একটি সুষ্ঠু অর্থনৈতিক কর্মসূচীর রূপরেখা রচনা এবং কিছু স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণ। পরে এ ব্যাপারে আলোচনার অবকাশ রইলো। (শেষ)

বিদ্যালয়ের অন্যান্য ফি

১ জানুয়ারী (১৯৮০) থেকে বিদ্যালয়গুলি ছাত্রদের কাছ থেকে অন্যান্য যে সব ফি ও খরচ আদায় করতে পারবে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার উর্দ্ধসীমা বেঁধে দিয়েছেন। এই সব অন্যান্য ফি ও খরচ সাতটি শ্রেণীর অন্তর্গত (ক) ডেভেলপমেন্ট ফি, (খ) স্পোর্টস ও গেমস্ ফি, (গ) লাইব্রেরী ফি, (ঘ) ফ্যান ও টেলিফোনসহ ইলেকট্রিক খরচ, (ঙ) ম্যাগাজিন ফি, (চ) পরীক্ষা ফি এবং (ছ) টিফিন ফি। কলকাতা, হাওড়া ও বারাকপুরে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলি ছাত্রদের কাছ থেকে বছরে মোট ৫৫০০ টাকা আদায় করতে পারবে। জেলা শহরে ও শিল্পাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে ফি আদায়ের সর্ব্বোচ্চ সীমা ৪৪·০০ টাকা থেকে ৫০·০০ টাকা। গ্রামাঞ্চলের কোন ছাত্রকে বছরে মোট ৩৯·৫০ টাকার বেশী দিতে হবে না। বিদ্যালয় মাদ্রাসাগুলি ঠিকমত চালানো ও সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষদের কিছু কিছু ব্যয় মেটানোর উদ্দেশ্যে ছাত্রদের কাছ থেকে অন্যান্য ফি ও খরচ আদায় করতে হয় বলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশেষ হিসাবের খাতে আদায় করা ফি ও খরচ কেবল বিশেষ খাতেই ব্যয় করতে হবে। লাইব্রেরী ফি, বিদ্যুৎ ও পাখার খরচ। ম্যাগাজিন ফি ও টিফিন ফি সেই সব বিদ্যালয় / মাদ্রাসাতেই আদায় করা যেতে পারে যেখানে ওই সব সুবিধা কর্মসূচী রয়েছে। উপরের অনুমোদিত ফি সমূহ বাদে অন্য কোন রকম ফি ছাত্রদের কাছ থেকে ১ জানুয়ারী (১৯৮০) তারিখ থেকে সরকারের আগাম অনুমতি ছাড়া বিদ্যালয়/মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আদায় করতে পারবেন না। বিদ্যালয়/মাদ্রাসা কর্তৃক আদায় করা ডেভেলপমেন্ট ফি থেকেই নিচের খাতের ব্যয়সমূহ নির্বাহ করতে হবে: ১। বিদ্যালয় ভবনের মেরামতি, ২। আসবাব ও সরঞ্জাম সারাই ও কেনা, ৩। পুরস্কার, অনুষ্ঠান, উৎসব, ৪। অডিট ফি (সরকার যদি মঞ্জুর না করেন), ৫। আনুষঙ্গিক ব্যয় (সরকার যদি সাহায্য না দেন), ৬। অতিকর, ভাড়া ও কর সরকার যদি না দেন)। বিদ্যালয়/মাদ্রাসাতে ভর্তির জন্য ভর্তি ফি নেওয়া চলবে না।

(প্রেস নোট)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE COLLECTOR, MURSHIDABAD
REVENUE MURSHIDABAD

NOTICE

Applications are invited for the Licence of a Stamp Vender for Jangipur Civil Court at Raghunathganj District Murshidabad. The application in the following proforma should reach this office by 21. 4. 80

1. Name
2. Father's name
3. Educational Qualification
4. Previous Experience, if any
5. Present Occupation, if any
6. Age
7. Address

Sd/-
for Collector, Murshidabad

Issued by the D. I. O. Msd.

টেণ্ডার নোটীশ

এতদ্দ্বারা বিড়ি সরবরাহেচ্ছু এবং লেবেল প্যাকিং করিতে ইচ্ছুক ঠিকাদারগণকে জানানো যাইতেছে যে অরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চেন্টস এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে (ধুলিয়ান, রঘুনাথগঞ্জ শাখা অফিসসহ) সন ১৩৮৭ সালে বাঁধাই বিড়ি সরবরাহের জন্য এবং লেবেল প্যাকিং করার জন্য সীল্ড টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। উক্ত টেণ্ডার ৩০ চৈত্র ১৩৮৬ তারিখ অপরাহ্ণ ৫ (পাঁচ) ঘটিকার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে দাখিল করিতে হইবে। এবং ৩০ চৈত্র '৮৬ তারিখেই টেণ্ডারদাতার সম্মুখে উক্ত টেণ্ডার খোলা হইবে এবং কোন কারণ না দর্শাইয়া কর্ত্তৃপক্ষ যে কোন টেণ্ডার বা টেণ্ডারসমূহ বাতিল করিতে পারেন। টেণ্ডারের নমুনা ও বিড়ি শেপ বা সাইজ এবং লেবেল প্যাকিং এর পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা অত্র এ্যাসোসিয়েশন অফিস হইতে বিশদভাবে অবহিত হইতে পারেন। ইতি—

শ্রীজয়দেব দে
১৪-১২-৮৬ সেক্রেটারী
অরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চেন্টস
এ্যাসোসিয়েশন

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সার্ভিস
ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজার্ভ দেওয়া হয়)

দ্রুত আরোগ্যকারী
চর্ম্মরোগের মহৌষধ
চন্দ্র-মালতী (R)
(ম্যানুফ্যাকচারিং লাইসেন্স নং
এ, এল ৩৯৫-এম)
নিবেদনে—জুপলুনা ইণ্ডাষ্ট্রীজ
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জিলা মুর্শিদাবাদ
পিন—৭৪২২২৫

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

TENDER

ABRIDGED LIST OF WORKS

Sealed tenders are invited in W. B. F. No. 2911(ii) from Class I of I & W. D. and bonafide outsider as detailed below by the Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, Raghunathganj, District Murshidabad, Name of work, Estimated cost, Earnest money are :—

1) Bank protection work on the right bank of river Ganga for a length of 1000 ft., starting from 500 ft. downstream of spur N4 at Dhulian reach.

2) Rs. 39,90,718/-

3) Rs. 20,000/-

Details regarding time allowed, Tender documents and other particulars are available from above office upto 5 P. M. (Saturdays upto 1-00 P.M.) Last date of application for purchasing tender form 21. 4. 80 upto 1-00. Last date for receipt for tender form 23. 4. 80 upto 3-00 P. M.

Sd./- S. K. Dey,
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division Raghunathganj, Dt. Murshidabad.

সাহায্যের নামে ধর্ষণ ঃ (১ম পৃষ্ঠার পর)

উদ্বাস্তুরা বরাবরই উপেক্ষিত, তার উপর অত্যাচার হয় তাদের উপর হামেশাই। বলা বাহুল্য, পুলিশের ভূমিকা একেবারেই নিষ্ক্রিয়। এমন কি অভিযোগ নিতেও পুলিশ নাকি অস্বীকার করে। দাঙ্গা বাধলে মাঝে মধ্যে একশো দুশো লোককে ধরে নিয়ে এসে ১০৭ ধারায় চালান দেওয়া হয়। এ ছাড়া প্রশাসনের কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য ওই চরের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না।

চিকিৎসক প্রহৃত (১ম পৃষ্ঠার পর)

খবর পেয়ে পুলিশ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হাজির হয়। পুলিশ সুপারকেও সমস্ত ঘটনা জানানো হয়েছে। এই ঘটনার পর প্রহৃত চিকিৎসক আর ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থাকতে রাজি নন। তিনি নাকি চাকরি থেকে ইস্তফা দিতেও রাজি আছেন বলে জানানো হয়েছে।

মেয়েদের সাদাসাবে লিটকোনেক্স

ট্যাবলেট ও ফেকাটিন লোশন ব্যবহার করুন

এস. সি. কেমিক্যালস্

২৭, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলি-৫

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড

জিয়াগঞ্জ * বোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

পণ্ডিত ষ্টেশনারস্

রঘুনাথগঞ্জ

বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন ও রকমারী কারডের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

এ পক্ষের চাষবাস

১৬ই—৩০শে চৈত্র

ধান ঃ

গত পক্ষে বো'না আউশের ক্ষেতে ১৫ দিন পরে একবার নিড'ন দিন। বোরো ধানের ক্ষেতে থোড় আসার মথে দ্বিতীয়বার চাপান সার দিন এবং রোগ পোকার আক্রমণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

পাট ঃ

এ পক্ষের প্রথম থেকে সরস মাঝারি উঁচু জমিতে সবুজ সোনা এবং সরস মাঝারি জমিতে ঢাকাই জাতের তিতাপাট ও মাঝারি উঁচু জমিতে বাসুদেব ও নবীন জাতের মিঠাপাট এবং এ পক্ষের শেষ থেকে বেশ উর্বর মাঝারি উঁচু জমিতে শ্যামলী জাতের তিতাপাট বোনা চলবে। বীজের পরিমাণ, বীজ শোধন, প্রাথমিক সারের মাত্রা ইত্যাদি জানার জন্য গত পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন। বীজ বোনার ১ মাস পরে তিতাপাটে একরে ৭½-১২½ কেজি এবং মিঠাপাটে একরে ৫-৯ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার দিন।

তিল ঃ

মাঘ-ফাল্গুনে বোনা তিলের জমিতে বীজ বোনার ১ মাস পরে সেচ এলাকায় একরে ১০ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দিন। তার আগে বাড়তি চারা তুলে ফেলুন।

মুগ ঃ

এ পক্ষেও মুগ বোনা চলবে। বি-১, বি-১০৫, টি ৪৪, টি-৫১ মুগের ভাল জাত। বীজ লাগবে একরে ৬-৮ কেজি। জমি তৈরীর সময় লাগবে একরে ৪ কেজি নাইট্রোজেন এবং ১৬ কেজি ফসফেট।

শাক-সব্জী ঃ

ফাল্গুনে লাগানো বিভিন্ন গ্রীষ্মকালীন সবজীর ক্ষেতে বীজ লাগানোর ৩-৪ সপ্তাহ পরে প্রথমবার চাপান সার দিন। চাপান সার হিসাবে নাইট্রোজেন লাগবে চ্যাঁড়শের ক্ষেতে একরে ১০ কেজি এবং লাউ, কুমড়ো, করলা, ঝিঙ্গে, ফুটি ইত্যাদির বেলায় একরে ৫ কেজি হারে।

বিশেষ অনুরোধ ঃ

খালি জমি থেকে মাটির নমুনা নিয়ে এখনই আপনার কাছাকাছি কোন পরীক্ষাগারে পরীক্ষার জন্য পাঠান অথবা আপনার এলাকার যে কোন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর কাছে জমা দিন। আপনার আগামী ফসলটি মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সার দিয়ে চাষ করুন।

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প

১২ বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭১

/naa

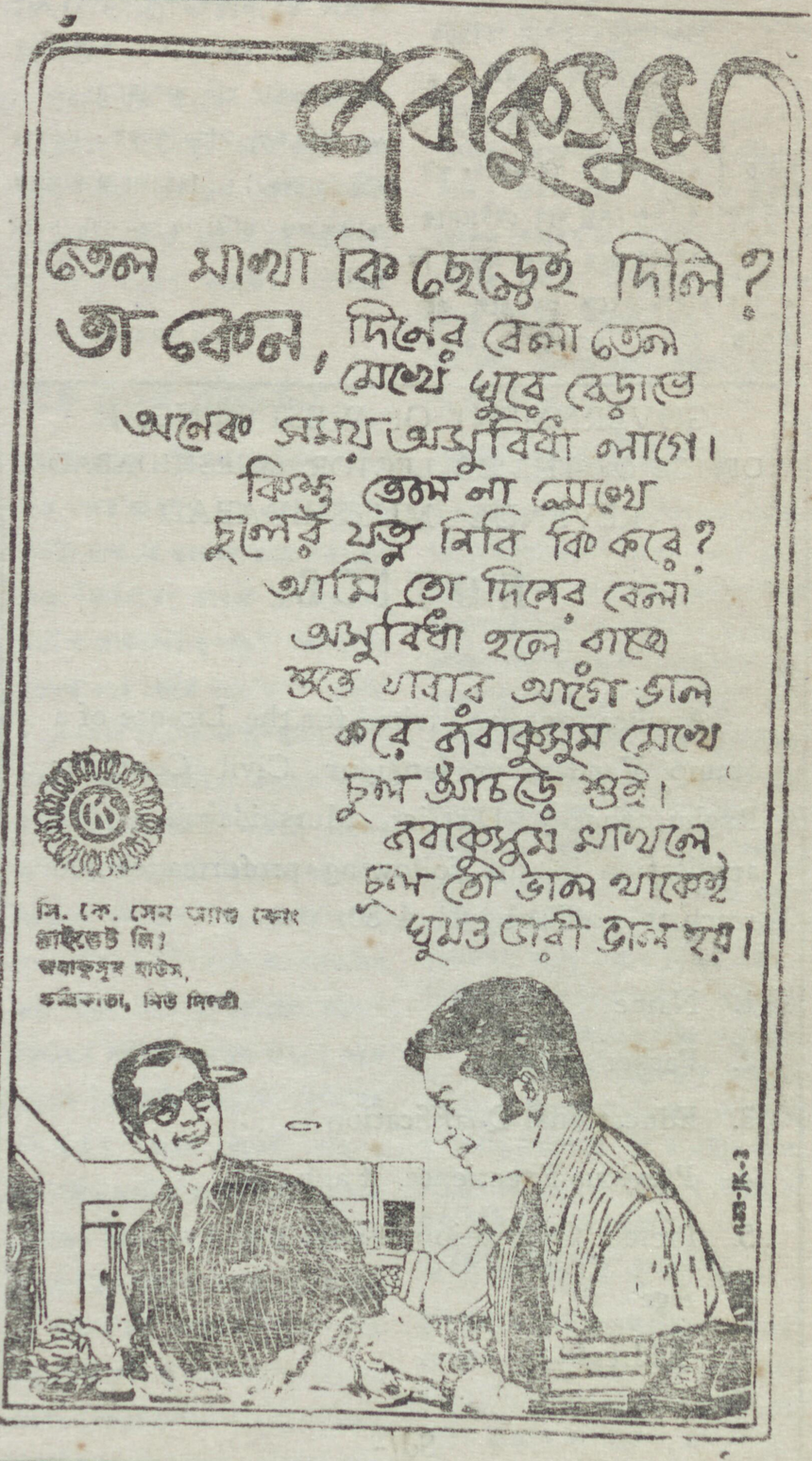

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।